BACHELOR OF EDUCATION

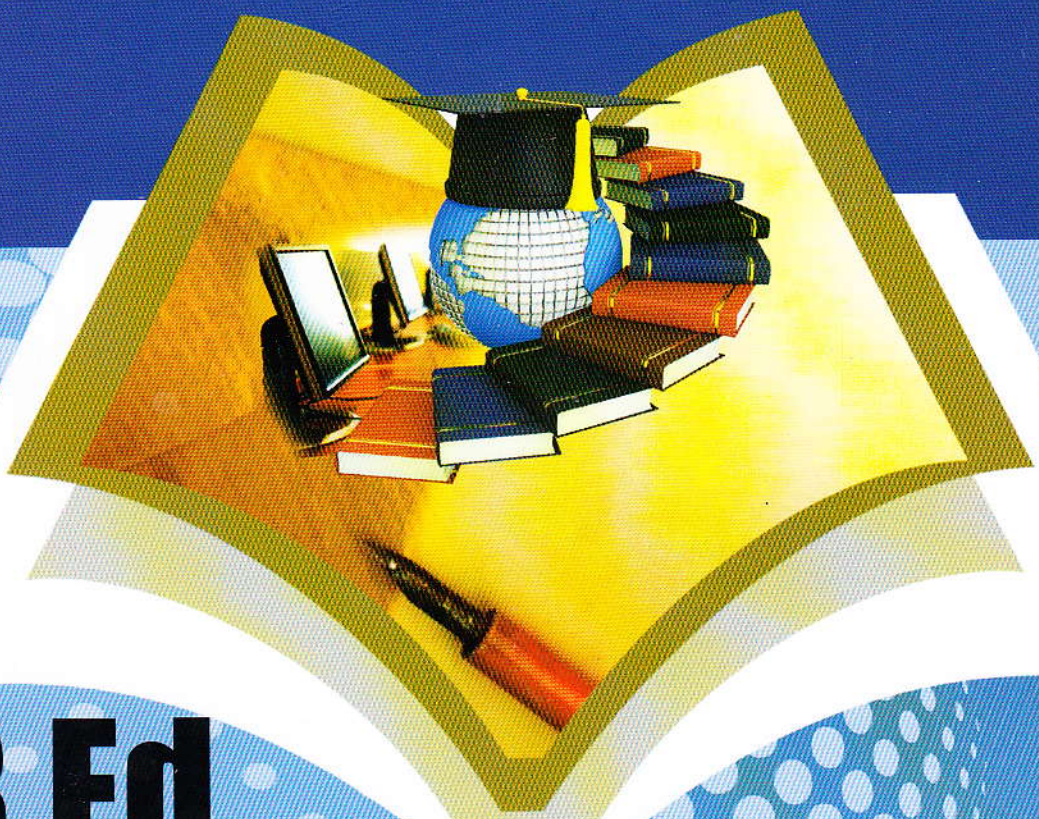

B.Ed.

Brochure

College Code : 6577 ■ EIIN : 135357

International Education College-IEC

(University Level Educational Institute Affiliated with National University)

বদরুজ্জামান
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর।

শুভেচ্ছা বাণী

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কলেজ (আইইসি)। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রতিষ্ঠানটি কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিএড প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। উন্নততর প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য যেসব সহায়ক কার্যক্রমের প্রয়োজন পড়ে তন্মধ্যে 'স্টাডি প্ল্যান' একটি অন্যতম কার্যক্রম। অত্র কলেজে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজ করায় স্টাডি প্ল্যানটি বাস্তবায়ন করা সহজ হবে বলে আমার বিশ্বাস। এর দ্বারা প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে সাথে প্রশিক্ষকগণও সমভাবে উপকৃত হবেন।

আইইসি আধুনিক চিন্তা ও দর্শনের সমন্বয় ঘটিয়ে বিএড প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নব অধ্যায়ের সূচনা করুক এই কামনাই করি মহান স্রষ্টার কাছে।

আইইসি প্রণীত 'স্টাডি প্ল্যান'-এর উদ্দেশ্য সফল হোক।

(বদরুজ্জামান)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর।

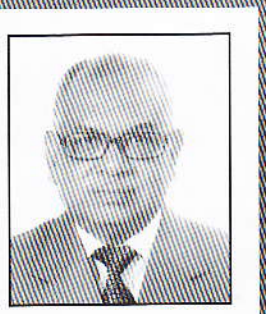

শুভেচ্ছা বাণী

অধ্যাপক ড. মো. আবুল এহ্সান
প্রফেসর ও সাবেক পরিচালক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রাজ্জাক রাবেয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কলেজ (আইইসি) বিএড প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি গর্বিত নাম। দক্ষ পরিচালনা পর্ষদ, সুযোগ্য অধ্যক্ষ ও বিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এ প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিষ্ঠাকাল বিবেচনায় অনেক প্রাপ্তি না হলেও সমূহ সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচনে প্রতিষ্ঠানটির অব্যাহত নিরলস প্রচেষ্টায় একদিন চূড়ান্ত সাফল্য স্পর্শ করবে বলে আমার বিশ্বাস। কেননা বিএড প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে গৌরব করার মতো অনেক প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ অত্র প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের সাথে জড়িত। যারা তাদের মেধা মনন, আধুনিক জ্ঞান-গবেষণা ও উন্নততর শিক্ষাদান-পদ্ধতির মাধ্যমে এখানে অধ্যয়নরত প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার কারণে শিক্ষার্থীদের মাঝে ইতোমধ্যে কলেজ সম্পর্কে ইতিবাচক সাড়া জেগেছে। বিশেষত এখানকার শিক্ষাদান-পদ্ধতি, ভালো ফলাফলের জন্য শিক্ষার্থীদের নিবিড় পরিচর্যা ও বাৎসরিক একাডেমিক পরিকল্পনা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করেছে। যা কিছু অর্জিত হয়েছে তার জন্য প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও প্রতিষ্ঠাতার বিচক্ষণতা ও শিক্ষকমণ্ডলীর আধুনিক মেথডে পাঠদানকে অংশীদার মনে করতে হবে, আর ভবিষ্যতে ভালো যা কিছু অর্জিত হবে তার জন্য 'স্টাডি প্ল্যান' বিশাল ভূমিকা পালন করবে। প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী উভয়ের জন্য এটি একটি গাইড বুক হিসেবে কাজ করবে।

আমি বিশ্বাস করি কর্মে সততা, কর্তব্যে নিষ্ঠা ও জ্ঞান বিতরণে আন্তরিকতা থাকলে এ প্রতিষ্ঠানটি দেশের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা কুড়াবে অচিরেই। 'স্টাডি প্ল্যান' প্রকাশের এই শুভক্ষণে আমি আইইসি'র উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

(অধ্যাপক ড. মো. আবুল এহ্সান)
প্রফেসর ও সাবেক পরিচালক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞের অভিমত

প্রফেসর ড. শেখ আমজাদ হোসেন
বি.এসসি (অনার্স), এম.এসসি (বোটানী)
বি.এড; এম.এড (ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট)
কনসালটেন্ট, TQI-2, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সাবেক পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন)
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি-নায়েম
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

যে-সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুণগত প্রশিক্ষণ ও শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কলেজ (আইইসি) তন্মধ্যে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিএড প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অত্র প্রতিষ্ঠানের দক্ষ পরিচালনা ও শিক্ষা-ভাবনা বিশেষত প্রশিক্ষণার্থীদের পেশাগত মানোন্নয়নে অত্র প্রতিষ্ঠানের গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপ প্রশংসার দাবি রাখে। একটি মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের যেসব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য থাকা দরকার আইইসি সেসব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য ইতোমধ্যে অর্জন করেছে। ভবিষ্যতে আরো ভালো প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য 'স্টাডি প্ল্যান' প্রণীত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আরো আনন্দিত। কেননা এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের জন্যে নেয়া সকল প্ল্যান-প্রোগ্রাম সহজে জানতে পারবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে কোর্স সম্পন্ন করতে পারবে। আর এর মধ্যদিয়ে শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা অর্জিত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমি আইইসির সার্বিক সফলতা কামনা করি এবং দক্ষতার সাথে এটি বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাই।

(প্রফেসর ড. শেখ আমজাদ হোসেন)
বি.এসসি (অনার্স); এম.এসসি (বোটানী)
বি.এড; এম.এড (ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট)
কনসালটেন্ট, TQI-2, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সাবেক পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন), নায়েম
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

শুভেচ্ছা বাণী

প্রফেসর এস এম আবু সাইদ
অধ্যক্ষ
সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
পাবনা

সৃজনশীল মেধা, মনন ও বিচক্ষণতার কারণে যেসব প্রতিষ্ঠান খুব কম সময়ের ব্যবধানে এগিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে একটি প্রোজ্জ্বল নাম ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কলেজ (আইইসি)। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান পদ্ধতি খুবই প্রশংসনীয় এবং শিক্ষামূলক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও বেশ আকর্ষণীয়। প্রতিষ্ঠানের বিগত দিনের সাফল্যও ঈর্ষণীয়। আমি মনে করি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অচিরেই এ প্রতিষ্ঠানটি সকলের কাছে অনুসরণীয় হবে।

'স্টাডি প্ল্যান'-এর মতো নব নব শিক্ষা সহায়ক প্রকাশনা এ প্রতিষ্ঠানের আকর্ষণকে আরো বৃদ্ধি করবে বলে আমার বিশ্বাস। সকলের প্রচেষ্টায় আগামী দিনের সম্ভাবনাময় শিক্ষক তৈরিতে আইইসি অগ্রণী ভূমিকা পালন করুক এ প্রত্যাশাই করি।

(প্রফেসর এস এম আবু সাইদ)
অধ্যক্ষ
সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
পাবনা

ড. মো: আতিকুল ইসলাম পাঠান
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে সরকার ইতোমধ্যে শিক্ষানীতি পরিবর্তনসহ নানাবিধ শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যে শিক্ষানীতিতে শিক্ষা, জ্ঞান-গবেষণা ও প্রযুক্তিতে দক্ষ, চিন্তা-চেতনায় আধুনিক ও আলোকিত মানবসম্পদ সৃষ্টির তাগিদ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তৈরির গুরুত্বও উপস্থাপিত হয়েছে। কেননা মানসম্মত শিক্ষার্থী তৈরি করতে হলে আদর্শ শিক্ষক প্রয়োজন। তাই শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন ও তাদের শিক্ষাদান পদ্ধতির গুণগত পরিবর্তনের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে টিকিউআই-সেপ-এর মাধ্যমে সারা দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য বিএড প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিএড প্রশিক্ষণ ব্যতীত শিক্ষার মতো মহৎ পেশায় প্রযুক্ত হওয়ার প্রবণতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষকদের মধ্যেও পেশাগত সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়েছে। এর সুফল ইতোমধ্যে মাধ্যমিকের ফলাফলে পরিলক্ষিত হয়েছে। বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের পাঠদানের ফলে পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার এই পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে ক্রমান্বয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমকে আরো সুযোগ-সুবিধার আওতায় এনে গতিশীল করতে হবে। সরকারি উদ্যোগের সাথে সাথে বেসরকারি উদ্যোগকেও স্বাগত জানাতে হবে, তাদেরকে গঠনমূলক শিক্ষাসেবা দেয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। সরকারের এসব বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০০৬ সালে ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কলেজ (আইইসি) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমতি লাভ করে। প্রতিষ্ঠাকাল বিবেচনায় নয়, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও পাঠদানের অনন্য কৌশলের কারণে এবং প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ড. এন আই খান-এর সুব্যবস্থাপনায় আইইসি ইতোমধ্যে বিএড প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমকে সফলভাবে উপস্থাপন করতে 'স্টাডি প্ল্যান' প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং আইইসির সুযোগ্য অধ্যক্ষ, সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সাফল্য কামনা করি।

(ড. মো: আতিকুল ইসলাম পাঠান)
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষের বাণী

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান

বিএ (অনার্স), এমএ (ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট), ঢাবি
এলএলবি, এলএলএম (ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট), ঢাকা
প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কলেজ
চেয়ারম্যান, রাজ্জাক রাহেমা ফাউন্ডেশন ও ঢাকা এশিয়াটিক কলেজ
সাবেক সহকারী অধ্যাপক, উত্তরা ইউনিভার্সিটি ও ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি

উচ্চতর প্রফেশনাল শিক্ষার নবতর দিগন্ত উন্মোচন ও গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষক-প্রশিক্ষণের আকাঙ্ক্ষায় ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কলেজ (আইইসি)। প্রতিষ্ঠাকাল বিবেচনায় নবীন মনে হলেও অভিজ্ঞতা ও নিরলস প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি স্বল্প সময়ের ব্যবধানে শিক্ষানুরাগীদের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সাথে সাথে অনেক ব্যতিক্রমী সাফল্যও স্পর্শ করেছে। এ সফলতার পেছনে গবর্নিং বডির সম্মানীয় সদস্যবৃন্দ, শিক্ষকমণ্ডলী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রতিষ্ঠানের প্রাণ সমতুল্য শিক্ষার্থীদের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করেছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক হতে আগ্রহীদের এবং প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের জন্য আধুনিক আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষক-প্রশিক্ষণকে প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমেই এ লক্ষ্য অর্জন হতে পারে। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অর্জন সম্পর্কে ব্যাপক অসন্তুষ্টিই এ ধরনের পদক্ষেপের মূল প্রেক্ষিত। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গৃহীত টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট (TQI-SEP)-এর আওতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তার অধিভুক্ত কলেজগুলোতে গুণগত ও মানসম্পন্ন শিক্ষক তৈরির জন্য বিএড প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। আইইসি ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকারের এই কার্যক্রমকে সার্থক করতে সহযোগিতা করছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গুণগত পাঠদান করতে এবং সফল শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃতি পেতে বিএড প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। যে কোনো পেশায় প্রতিষ্ঠা পেতে হলে সে পেশায় দক্ষতার্জন জরুরি। তাই বিএড এমনই একটি প্রশিক্ষণ, যেখানে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের সাথে সাথে পাঠদান কৌশলের গুণগত পরিবর্তনও ঘটে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন শিক্ষক তাঁর মেধা, যোগ্যতা ও মননশীলতার সর্বোত্তম ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ব করতে পারে। বলা যায়, শিক্ষকদের মেধার বিকাশ ও সৃজনশীলতার উন্নয়নে বিএড প্রশিক্ষণ তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের একটি সময়োচিত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সরকারি কলেজগুলোর সাথে সাথে একই কারিকুলাম ও সিলেবাসে বেসরকারি কলেজগুলোও সমভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার গৃহীত ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত এসব কোর্স কারিকুলামের যথার্থ প্রয়োগ করতে স্টাডি প্ল্যানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

আমি মনে করি একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট কারিকুলাম ও নির্ধারিত স্টাডি প্ল্যান থাকা জরুরি। কেননা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান সাফল্য অর্জন করতে পারে না। তাই অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের জন্য একটি একাডেমিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হলো। আমি আশা করি বিএড পাঠদান কার্যক্রমে এটি বিশেষভাবে সহায়তা করবে। এটি শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকদেরও অনেক কাজে আসবে।

আইইসি এরূপ একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করে বেসরকারি টি টি কলেজগুলোর মাঝে পথিকৃতের মর্যাদা কুড়িয়ে নিল। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে এরূপ কার্যক্রমকে আমি স্বাগত জানাই। এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে শিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীরা আন্তরিক প্রচেষ্টায় নিরত থেকে শতভাগ সাফল্য আনবে এ আহ্বান জানাই।

আইইসি প্রফেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অর্জন করুক এ প্রত্যাশা করি।

(ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান)

একনজরে আইইসি

প্রতিষ্ঠাকাল	: ডিসেম্বর, ২০০৬
প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ	: ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান
জাবির অনুমোদন লাভ	: এপ্রিল, ২০০৭
কলেজ কোড	: ৬৫৭৭
ইআইআইএন	: ১৩৫৩৫৭
অধিভুক্তি লাভ	: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে
অনুমোদিত বিষয়	: বিবিএ; বিএড
অর্থায়ন ও পরিচালনায়	: রাজ্জাক রাবেয়া ফাউন্ডেশন
সনদ প্রদান কর্তৃপক্ষ	: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
ধরন	: বেসরকারি
জেন্ডার	: সহশিক্ষা
অবস্থান	: ধানমন্ডি, ঢাকা
ক্যাম্পাস	: শহরাঞ্চল
ডাকনাম	: আইইসি (IEC)
শিক্ষাদান পদ্ধতি	: অংশগ্রহণমূলক ও লেকচার বেইজড
শিক্ষকসংখ্যা	: প্রায় ৫০ জন
গ্রন্থাগারের বইসংখ্যা	: প্রায় ৬ হাজার
সাপ্তাহিক বন্ধ	: রবিবার
প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম	: এলএলবি; কম্পিউটার সায়েন্স; লাইব্রেরি সায়েন্স, ফ্যাশন ডিজাইন, সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	: ২০২০ সালের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তর।

সরকারি অনুমোদন

আইইসি শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সরকারি অনুমোদন লাভ করে ২০০৭ সালে।
স্মারক নং ০৭ (প্র-১-১১৯) জাবি/কপ/৫৬৫৪, তারিখ : ০৩/০৪/২০০৭

প্রশাসনিক কাঠামো

ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কলেজ (আইইসি), ঢাকা বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও রাজ্জাক রাবেয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃক স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রফেশনাল কলেজ। এখানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ৪ বছর মেয়াদি বিবিএ ও ১ বছর মেয়াদি বিএড প্রোগ্রামে পাঠদান করা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক গঠিত গবর্নিং বডি দ্বারা পরিচালিত এ কলেজের প্রশাসনিক কাঠামো হচ্ছে :

অধ্যক্ষ

অধ্যক্ষ হচ্ছেন কলেজের নির্বাহী প্রধান। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক গবর্নিং বডির সিদ্ধান্তের আলোকে কলেজের প্রাত্যহিক একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

বিভাগীয় প্রধান

বিভাগের একাডেমিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে অধ্যক্ষ মহোদয়কে সহায়তাদানের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট বিভাগের একজন শিক্ষককে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। যিনি বিভাগীয় সকল কর্মকাণ্ড অত্যন্ত সফলভাবে খুব কাছ থেকে আন্তরিকতার সাথে পালন করেন।

কো-অর্ডিনেটর

বিবিএ ও বিএড প্রোগ্রামকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিশেষত প্রত্যেকটি বিভাগের সকল কর্মকান্ড দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য বিভাগীয় শিক্ষকদের থেকে একজনকে কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ করা হয়। যিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকেও সহায়তা করেন।

কাউন্সিলর

বিবিএ ও বিএড প্রোগ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের একাডেমিক ও ব্যক্তিগত সমস্যাদি দ্রুত সমাধানের নিমিত্তে পরামর্শদানের জন্য বিভাগীয় একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত তদারকি করে থাকেন।

বহি. প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ

বিএড প্রশিক্ষণের সকল কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে সম্পাদন হচ্ছে কিনা তা তদারকি করার জন্য দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নায়েম, ঢাবি ও ঢাকা টিটি কলেজ থেকে তিনজন বহি. প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ গোটা প্রোগ্রামের সুপারভিশনের দায়িত্বে থাকেন।

কলেজের স্বাতন্ত্র্য

পরিবেশ

রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ঢাকার প্রাণকেন্দ্রখ্যাত ধানমন্ডির সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে কলেজটি অবস্থিত।

ক্যাম্পাস ও লোকেশন

প্রায় ৮ হাজার স্কয়ার ফিটের দৃষ্টিনন্দন আন্তর্জাতিকমানের সুপরিসর পরিচ্ছন্ন ক্যাম্পাস। কলেজটির অবস্থান ঢাকা মহানগরীর একটি চমৎকার লোকেশনে হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা কম খরচে দেশের যেকোনো স্থান থেকে খুব সহজে যাতায়াত করতে পারে।

শিক্ষকমণ্ডলী

ঢাবি, জাবি, নায়েম ও ঢাকা টিটি কলেজের উচ্চশিক্ষিত, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত।

সেমিস্টার

ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কলেজ সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরিচালিত। বিএড কোর্সে মোট ২টি সেমিস্টার। প্রতি সেমিস্টারের মেয়াদ ৬ মাস।

শিক্ষাদান-পদ্ধতি

আইইসিতে বক্তৃতা ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শ্রেণি কার্যক্রমকে শতভাগ সার্থক করতে প্রশিক্ষণার্থীদের লেকচারসিট প্রদান করা হয়।

কো-কারিকুলার এ্যাকটিভিটিজ

কো-কারিকুলার এ্যাকটিভিটিজ-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিভা বিকাশে সযত্ন প্রয়াস নেয়া হয়। তাই কলেজে ইনডোর গেইম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বর্ষবরণ, ঈদ পুনর্মিলনী, বিশেষ দিবস পালনসহ প্রতি বছর শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়।

লাইব্রেরি

বিএড কোর্সের শিক্ষার্থীরা কলেজ লাইব্রেরি থেকে স্পেশাল কার্ডের মাধ্যমে ১ বছরের জন্য ১ সেট টেক্সট বই নিতে পারবে। যা সেমিস্টার/কোর্স শেষে আবার লাইব্রেরিতে ফেরত দিতে হবে।

শিক্ষা-উপকরণ

ক্লাসে আধুনিক শিক্ষা-উপকরণের ব্যবহার করা হয়। মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে আনন্দের সাথে শিক্ষা দেয়া হয়।

প্রস্তুতিমূলক ক্লাস

TP (Teaching Practice) বা অনুশীলনী পাঠদানে গমনের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক মডেল টিচিং ক্লাস (Simulation)-এর আয়োজন করা হয়।

প্রযুক্তির ব্যবহার

অত্র কলেজে কম্পিউটার শিক্ষা, কম্পিউটার ল্যাব ব্যবহার ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং-এর সুযোগ রয়েছে।

বিদ্যুৎ ও নিরাপত্তা সুবিধা

জেনারেটরের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ-সুবিধা। আর ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার মাধ্যমে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা-ব্যবস্থা।

সনদপত্র প্রদান

কোর্স সমাপ্তির পর প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট, ট্রান্সক্রিপ্ট ও আইইসির প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়।

বিবিএ কোর্স

একই ক্যাম্পাসে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ বছর মেয়াদি সেশনজটমুক্ত বিবিএ কোর্স করার অপূর্ব সুযোগ রয়েছে।

বিএড শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য

- শিক্ষকদের জন্য সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা; বিশেষত তাদের জন্য যারা ভবিষ্যতে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।
- মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী বিষয়-বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- শিক্ষণের উন্নয়ন যা উপযুক্ত পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং তার যথাযথ বাস্তবায়নে একজন শিক্ষকের প্রয়োজন।
- পেশাগত ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ যা নতুন শিক্ষক এবং প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের উল্লিখিত শিক্ষক যোগ্যতা উন্নয়ন ও অর্জনে সক্ষম করবে।
- প্রত্যাশিত ফলাফল হচ্ছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আত্মবিশ্বাসী, প্রতিশ্রুতিশীল এবং তথ্যজ্ঞ শিক্ষক যারা শিখন সহায়তা এবং মনিটরিং-এ দক্ষ এবং ক্রমাগত পেশাগত উন্নয়নে সচেষ্ট।
- বাংলাদেশে বয়ঃসন্ধিকালের কিশোর ছেলে-মেয়েদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান, বোধগম্যতা এবং শিখন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় প্রয়োগ এবং নিরপেক্ষ শিখনের সুযোগ বৃদ্ধি করবে।
- তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ব্যবহারিক প্রয়োগে সক্ষম হবে এবং পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তাদের বিশেষায়িত শিখন বিষয়ে ফলপ্রসূ শিক্ষণ এবং শিখন-পদ্ধতি, কৌশল এবং শিক্ষাপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্দীপক এবং দ্বন্দ্বপূর্ণ (চ্যালেঞ্জিং) পাঠ সম্পাদন করতে পারবে।
- বিদ্যালয়ে শিখনে মূল্যযাচাইয়ের ভূমিকা সম্পর্কে বোধগম্যতার গভীরতা বৃদ্ধি করতে ও বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে এবং এর ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা সনাক্তকরণের মাধ্যমে প্রত্যাশিত শিখন ফল অর্জনে তাদের পরিচালিত করবে, ফলাবর্তনের মাধ্যমে ফলপ্রসূ শিক্ষণের উন্নয়ন করতে পারবে এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিক্ষা অর্জনের স্তরের উপর রিপোর্ট প্রদান করতে পারবে।
- বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার আলোকে ঐতিহাসিক, আইনগত, সামাজিক এবং কৃষ্টি সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের সাথে জড়িত সমসাময়িক শিক্ষা সম্পর্কিত ইস্যু এবং পলিসি সম্পর্কে আত্মবিশ্লেষণ করতে পারবে।
- যেসব শিক্ষার্থীর সাথে তারা কাজ করে তাদের সবার প্রতি পেশাগত প্রতিশ্রুতি ও সংবেদনশীলতা এবং সহকর্মী ও বিদ্যালয়ের অন্যান্যদের প্রতি পেশাগত দায়িত্ব প্রদর্শন।
- তারা যে বিষয়ে শিক্ষা দেয় সে বিষয়ে তাদের জ্ঞান ও বোধগম্যতার উন্নয়ন এবং এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা-কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের উন্নয়ন।
- শিক্ষক হিসেবে তাদের নিজেদের কৃতিত্ব মূল্যায়ন এবং তাদের বিদ্যালয়ের পরিবেশ চলমান ব্যক্তিগত উন্নয়ন অর্জনের প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ২জন প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ আইইসির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছেন।

বিএড কোর্সের কাঙ্ক্ষিত শিখনফল

বিএড কোর্স সমাপ্তির পর প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে যেসব যোগ্যতা অর্জিত হবে সেগুলো হচ্ছে :

- বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান বাস্তব অবস্থা সংশ্লিষ্ট ভাবনা ও শিক্ষা-গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষণ শিখনের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিগত দর্শন উপলব্ধির উন্নয়ন;
- শিক্ষকের পেশা ও কর্মসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক, আইনগত ও নীতিগত বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ;
- বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে বর্তমানে অবস্থিত এবং নব-প্রবর্তিত শিক্ষাক্রমে সন্নিবেশিত বিকল্প শিক্ষা দর্শনের সবল ও দুর্বল দিক সম্পর্কে সমালোচনাধর্মী সচেতনতা (প্রায়োগিক সচেতনতা);
- বয়ঃসন্ধিকালের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং এর সাথে সম্পৃক্ত বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়কালীন ও ভবিষ্যৎ জীবনের কাঙ্ক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ সম্পর্কে সচেতনতা;
- শিক্ষার্থীর শিখন ও শিখন-প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সমকালীন তত্ত্ব উপাদান সম্পর্কে ধারণা অর্জন, পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার ব্যবহারে তত্ত্বের প্রয়োগ-কৌশল সম্পর্কে সচেতনতা;
- অল্প সংখ্যক উপকরণ সন্নিবেশিত করে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর ক্লাসে ইতিবাচক শিখন পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হওয়া;
- অধিকতর প্রেষণা সৃষ্টির কৌশল ও কৃতিত্বের সাথে আত্ম-ব্যবস্থাপনার কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শ্রেণি আচরণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিতে বর্ণিত সাধারণ নীতিমালা সম্পর্কিত ধারণার প্রতিফলন;
- মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পাঠদান বিষয়াবলির শিক্ষাক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু এবং কার্যকর শিক্ষণ-শিখনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা;
- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর বহুমুখী চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষার্থীর শিখন-চাহিদা সনাক্ত করে কার্যকর শিখন ফল পরিকল্পনা করা এবং প্রয়োগ-কৌশলে বৈচিত্র্য আনয়নের দক্ষতা অর্জন;
- শিক্ষণ সহায়ক দৈনন্দিন জীবনসম্পৃক্ত স্থানীয় বিনামূল্য ও স্বল্পমূল্য উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও অবস্থা সম্পর্কে তথ্য জানা ও সৃষ্টিশীল হওয়া;
- শিক্ষার্থীর শিখনের গাঠনিক ও চূড়ান্ত মূল্যায়নের কৌশল সম্পর্কে জানা ও মূল্যায়ন কাজে দক্ষ হওয়া;
- শ্রেণি শিক্ষাদানের প্রস্তুতিতে ও বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের রেকর্ড প্রণয়নে সহায়ক যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো;
- মূল্যায়ন সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্য ও অন্যান্য ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষাদান কৌশলের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং শিক্ষার্থীর ক্রমোৎকর্ষ সাধন;
- শিক্ষার্থীর অর্জনের উন্নয়ন সাধনের জন্য বাংলাদেশে বিদ্যালয়সমূহে ও শ্রেণিকক্ষে ছোট পরিসরে অনুসন্ধানকার্য পরিচালনায় সাধারণ কর্মসহায়ক গবেষণা প্রয়োগে দক্ষ ও আস্থাশীল করা;
- শিক্ষক হিসেবে নিজস্ব কাজে মূল্যায়ন দক্ষতার উন্নয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন আবশ্যক কৌশলের বাস্তবায়ন;
- এভাবে তাঁরা 'বাংলাদেশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আদর্শ শিক্ষক দক্ষতা'র প্রদর্শন করবে এবং উন্নয়নে অবদান রাখবে ।

আইইসির ২ দিনব্যাপী পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মশলায় উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে রয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও নায়েমের উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন)

আইইসির ২ দিনব্যাপী পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মশলায় উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের একাংশ

মূল্যযাচাই ও সংশোধন-পদ্ধতি

বিএড প্রশিক্ষণার্থীদের অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থভাবে মূল্য যাচাই করা হয়। অর্পিত কাজ প্রদান, অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা এবং প্রত্যক্ষ অনুশীলনী পাঠদান পর্যবেক্ষণ অভ্যন্তরীণ মূল্যযাচাইয়ের অংশ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সরাসরি অংশগ্রহণ ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত তত্ত্বীয় পরীক্ষা, অনুশীলনী পাঠদানের প্রত্যেক পর্যবেক্ষণ এবং মৌখিক পরীক্ষা বহিস্থ পরীক্ষার অংশ। অধিকাংশ কোর্সই অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ মূল্যযাচাইয়ের আওতাধীন। তবে ব্যতিক্রম হলো-ঐচ্ছিক শিক্ষণ বিষয়াবলি কোর্স (যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বহিস্থ তত্ত্বীয় পরীক্ষা দ্বারা মূল্য যাচাই করা হয়)

সকল অভ্যন্তরীণ মূল্যযাচাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা সংশোধিত হয়।

TP ১০০ ও TP ২০০ কোর্স দুটি ছাড়া অন্যান্য সকল কোর্সে অভ্যন্তরীণ (প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বরের শতকরা হিসেবে) ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বহিস্থ (প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বরের শতকরা হিসেবে) পরীক্ষার নম্বর তুলনা করে চূড়ান্ত নম্বর নির্ধারিত হবে। যদি অভ্যন্তরীণ মূল্যযাচাইয়ে প্রাপ্ত নম্বর চূড়ান্ত মূল্যযাচাইয়ে প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা বিশ ভাগ (২০%) এর বেশি হয় তবে অভ্যন্তরীণ মূল্যযাচাইয়ের নম্বর বিবেচনায় না এনে চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা হিসেবে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার নম্বর প্রদান করা হবে। উদাহরণ স্বরূপ ES ১০১ কোর্সে অভ্যন্তরীণ মূল্যযাচাইয়ের জন্য ৫০ নম্বর সংরক্ষিত আছে। এক্ষেত্রে কোনো প্রশিক্ষণার্থী যদি চূড়ান্ত পরীক্ষায় ৫০ নম্বরের মধ্যে (৪০%) পায় এবং অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় ৪০ নম্বর (৮০%) পায় তবে তাকে অভ্যন্তরীণ ও চূড়ান্ত উভয় পরীক্ষায় চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত শতকরা নম্বর অর্থাৎ ৪০% নম্বর প্রদান করা হবে।
তবে এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট চূড়ান্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে এ নিয়ম কার্যকর হবে না।

বিএড ভর্তি বিষয়ক তথ্য

ভর্তির যোগ্যতা

ক. ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অথবা স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী থাকতে হবে;

খ. এসএসসি/দাখিল/সমমান থেকে স্নাতক পর্যন্ত অন্ততপক্ষে যে কোনো দুটি পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণি বা বিভাগ থাকতে হবে;

গ. কর্মরত শিক্ষক অর্থাৎ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতায় যাদের বিরতিহীনভাবে ০৭ (সাত) বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে এ শর্ত শিথিলযোগ্য। তাদের এসএসসি/সমমান থেকে স্নাতক পর্যন্ত যে কোনো একটি পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে। অর্থাৎ যাদের ২টি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি আছে তারাও ভর্তি হতে পারবে যদি তাদের শিক্ষকতা পেশায় বিরতিহীনভাবে ০৭ (সাত) বছরের অভিজ্ঞতা থাকে।

কর্মরত শিক্ষক বলতে বোঝায়

* যে কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক;
* সরকারি/আধাসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত/পরিচালিত যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিও বহির্ভূত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক;
* সরকারি প্রকল্পের অধীনে নিযুক্ত শিক্ষক।

ঘ. কোনো শিক্ষার্থী একই সময়ে একাধিক কোর্সে কিংবা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে/প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকলে দ্বৈতভর্তিজনিত কারণে তাঁর ভর্তি/ভর্তিসমূহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঙ. মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে ফাজিল, কামিল এবং ফাজিল বিএ (স্পেশাল) ডিগ্রীধারী ভর্তির অযোগ্য।

আবেদনের নিয়ম

আবেদন করতে হবে অনলাইনে। ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীগণ প্রথমে অত্র কলেজে নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে নিম্নবর্ণিত ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে আবেদন করে আবেদন ফরম পূরণ করে পূরণকৃত আবেদন ফরমের প্রিন্টকপি সংগ্রহ করে কলেজ অফিসে জমা দিতে হবে। অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণে অত্র কলেজের সহায়তা নেয়া যাবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইট : www. nu.edu.bd/admission.

যা জমা দিতে হবে

অনলাইনে পূরণকৃত আবেদন ফরমের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র জমা দিতে হবে :

ক. এসএসসি/সমমান থেকে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্র ও নম্বরপত্রের সত্যায়িত ছাড়া ৩ সেট ফটোকপি;

খ. সত্যায়িত ছাড়া ১০ (দশ) কপি পাসপোর্ট আকারের রঙিন ছবি;

গ. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত ডিগ্রীধারীদের মাইগ্রেশন সনদের ফটোকপি;

ঘ. গেজেটেড কর্মকর্তা প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্র;

ঙ. স্নাতক পরীক্ষায় পাশ সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রশংসাপত্র;

চ. কর্মরত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ক থেকে ঙ পর্যন্ত উল্লিখিত কাগজপত্রের সঙ্গে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে;
এমপিও ভুক্তির সত্যায়িত ফটোকপি; এমপিও বহির্ভূত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে মাসিক বেতন গ্রহণের প্রমাণাদির কপি;
শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সনদের ফটোকপি;
ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক ছুটি মঞ্জুরের ফটোকপি;

ছ. কম্পিউটারে পূরণকৃত আবেদন ফরমের প্রিন্ট কপির সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট কলেজ অফিসে জমা দিয়ে কলেজ থেকে শিক্ষার্থী রিসিভ কপি সংগ্রহ করবে। অসম্পূর্ণ আবেদন ভর্তির অযোগ্য।

ঝ. সকল কাগজপত্র অধ্যক্ষ সত্যায়িত করবেন। তাই কোনো কাগজপত্র সত্যায়িত করে জমা দেয়ার দরকার নেই। তবে সত্যায়িত করার সময় মূল কাগজ দেখাতে হবে।

মূল সনদপত্র

ভর্তির সময় অবশ্যই কলেজ কর্তৃপক্ষকে মূল সনদপত্র প্রদর্শন করতে হবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ সনদপত্রের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাগজপত্র দাখিল করবেন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অসম্পূর্ণ থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড সরবরাহ করা হবে না, ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ডিগ্রীর মূল সনদপত্র কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা থাকবে।

ভর্তি ও নির্বাচন

- প্রার্থীকে অবশ্যই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত বিএড কোর্সে ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে হবে।
- কলেজের প্রার্থী নির্বাচন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষকতা পেশায় উপযোগী উত্তম চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে বিএড কোর্সে প্রার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড নির্ধারণ করবেন।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া তদারক করবেন।

নৈর্বাচনিক বিষয় নির্বাচন

- শিক্ষাবর্ষ শুরুর একমাস অথবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের নৈর্বাচনিক বিষয় নির্বাচন অধ্যক্ষের অনুমতিসাপেক্ষে সম্পন্ন করতে হবে।
- স্নাতক পর্যায়ে পঠিত হয়নি এমন বিষয় বিএড কোর্সে নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে পড়ার অনুমতি দেয়া হবে না।
- স্নাতক পর্যায়ে পঠিত বিষয় যদি বিএড কোর্সের নৈর্বাচনিক বিষয়-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না থাকে তবে অধ্যক্ষের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে এইচএসসি পর্যায়ে পঠিত বিষয় বিএড কোর্সে নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা যাবে।

ভর্তি বাতিল

কোনো প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি বাতিল করতে চাইলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রুল অনুযায়ী করতে পারবে। এমতাবস্থায় ভর্তি ও আনুষঙ্গিক ফি ফেরত দেয়া হবে না।

ডিগ্রি প্রাপ্তির যোগ্যতা

বিএড ডিগ্রি অর্জনে প্রশিক্ষণার্থীকে শিক্ষাক্রম দলিলের কার্যক্রম কাঠামোতে সন্নিবেশিত দুটি শিক্ষাদান বিষয়সহ আবশ্যক কোর্সসমূহ কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করতে হবে।

এগুলো অর্জনে প্রশিক্ষণার্থীর প্রয়োজন--

- প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ও নমনীয় (তত্ত্বগত) কোর্স সমূহের সন্তোষজনক সমাপন।
- কমপক্ষে ১৩ সপ্তাহের বিদ্যালয়ভিত্তিক দুই পর্বের অনুশীলনী পাঠদান কার্যক্রমের সন্তোষজনক সমাপন।
- চূড়ান্ত পরীক্ষাসহ বিভিন্ন প্রকার মূল্যায়নে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত পাশ নম্বর প্রাপ্তি।

পাশ নম্বর ও ডিগ্রি প্রাপ্তির শর্ত

বিএড কোর্সে পাঠদান অনুশীলন ছাড়া সকল বিষয়ে পাশ নম্বর হবে ৩৬%;
মৌখিক পরীক্ষার পাশ নম্বর হবে ৪০%;
পাঠদান অনুশীলন পরীক্ষার পাশ নম্বর হবে ৪০%;
প্রতি বিষয়ে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃতত্ত্বীয় পরীক্ষায় আলাদা আলাদাভাবে পাশ করতে হবে;
বিএড ডিগ্রী প্রাপ্তির জন্য একজন পরীক্ষার্থীর অবশ্যই সকল বিষয়ের একত্রে মোট পাশ নম্বর হবে ৪০০ অর্থাৎ সর্বমোট নম্বরের ৪০%

বিএড ডিগ্রি অর্জনে অসমর্থ হলে

যদিও এই শিক্ষাক্রম কার্যক্রমের আদর্শ সময় এক শিক্ষাবর্ষ তবুও কোনো শিক্ষার্থী কোর্সের কোনো অংশে বা পর্যায়ে নির্ধারিত মান অর্জনে অসমর্থ হলে প্রথম তারিখ থেকে শুরু করে তিন বছরের মধ্যে বিএড ডিগ্রী অর্জন করার সুযোগ পাবে। প্রথম ভর্তির সেশন থেকে তিন বছরের মধ্যে কোর্স সম্পন্ন না হলে শিক্ষার্থীকে কোর্সে পুনভর্তি হতে হবে এবং যোগ্যতাকে বর্তমান মান উপযোগী প্রমাণে কিছু কিছু অংশ পুনরায় সম্পন্ন করতে হবে।

বিএড পরীক্ষা বিষয়ক তথ্য

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা প্রসঙ্গে

বিএড কোর্সের সময়কাল ১২ মাস। যা ২টি সেমিস্টারে বিভক্ত। ক্লাস শুরুর পর ৪ মাস পর ১ম সেমিস্টার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২য় সেমিস্টারের ক্লাস হয়ে আবার ৪ মাস পর ২য় সেমিস্টারের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। দুটি সেমিস্টার পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ফাইনাল পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যুক্ত হবে। তাই সেমিস্টার পরীক্ষা ২টিকে গুরুত্ব দিতে হবে, কেননা পরীক্ষা ২টি ফাইনাল পরীক্ষারই অংশ।

বহিস্থ পরীক্ষার সময়

৫০ নম্বরের কোনো বহিস্থ পরীক্ষার জন্য সময় হবে ৩ ঘণ্টা। শিক্ষণ বিষয়াবলি (নৈর্বাচনিক কোর্সে) ১০০ নম্বরের বহিস্থ পরীক্ষায় দুটো পত্র থাকবে যাদের প্রতিটির সময় হবে তিন ঘণ্টা। কিন্তু ঐচ্ছিক বিষয়ে ১০০ নম্বরের চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য একটি পত্র থাকবে - যার সময় হবে তিন ঘণ্টা।

পরীক্ষার মাধ্যম

পরীক্ষার্থীরা বাংলা অথবা ইংরেজি যেকোনো একটি ভাষায় উত্তর লিখতে পারবে। তবে তাদেরকে অবশ্যই ফরম ফিলাপের আবেদনপত্রে কোন ভাষায় পরীক্ষা দেবে তা উল্লেখ করতে হবে।

পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা

পরীক্ষার্থীর চূড়ান্ত পরীক্ষায় আবেদনপত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ে লক্ষ্য রেখে প্রত্যয়ন করা হবে :

- পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রেণিতে ৭৫% উপস্থিতি;
- প্রার্থীর চারিত্রিক সন্তোষজনক দিক;
- অনুশীলনী পাঠদানসহ ক্লাসে উপস্থিতি সন্তোষজনক কি না;
- প্রার্থী অভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ের সকল পরীক্ষা পাশ করেছে কি না।

পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে

বিএড কোর্সে ভর্তি বর্ষ হতে তিন বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বিএড পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে হবে। কোনো পরীক্ষায়/ বিএড পরীক্ষায় একটি তত্ত্বীয় বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পরবর্তী দুই বছর সেই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং এক্ষেত্রে তার পূর্ববর্তী বছরের অন্যান্য বিষয়সমূহের প্রাপ্ত নম্বর বহাল থাকবে। কোনো পরীক্ষার্থী কোনো বিষয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তাকে পরবর্তীতে ঐ বিষয়ের অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ উভয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আলাদাভাবে পাশ করতে হবে; কিন্তু বহিস্থ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে পরবর্তীতে শুধু বহিস্থ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাশ করতে হবে।

একজন প্রশিক্ষণার্থী যদি পাঠদান অনুশীলন বা মৌখিক পরীক্ষা বা উভয়টিতে ফেল করে তবে তাকে পরবর্তী দুই বছরের জন্য পাঠদান অনুশীলন ২য় পর্যায়ে বা/এবং মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হবে।

কোনো পরীক্ষার্থী একাধিক তত্ত্বীয় বিষয়ে ফেল করলে তাকে পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে সব তত্ত্বীয় বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাশ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে পাঠদান অনুশীলন ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর বহাল থাকবে। এক বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ শুধুমাত্র পরবর্তী এক বছর বহাল থাকবে। পরীক্ষার্থী এ সুযোগ গ্রহণে ব্যর্থ হলে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ সাপেক্ষে পুনরায় সকল তত্ত্বীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

পাঠদান অনুশীলন

- পাঠদান অনুশীলনের প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণকল্পে একজন প্রশিক্ষণার্থীকে দুই পর্যায়ে ১৩ সপ্তাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুইটি নৈর্বাচনিক বিষয়ে (স্কুল সাবজেক্ট) কমপক্ষে ৯০টি পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে পাঠদান করতে হবে।
- পাঠদান অনুশীলনে বরাদ্দকৃত ২০০ নম্বরের মধ্যে কলেজ মূল্যায়ন করবে ৭৫ নম্বরের এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় মূল্যায়ন করবে ২৫ নম্বরের।
- উভয় মূল্যায়নে প্রাপ্ত মোট নম্বর একজন পরীক্ষার্থীর কলেজ পাঠদান অনুশীলন রেকর্ড বলে গণ্য হবে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত বহিস্থ পরীক্ষক এবং অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক যুগ্মভাবে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা গ্রহণ করবেন।
- অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা এবং বহিস্থ পরীক্ষক কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় পৃথকভাবে পাশ করতে হবে।

মৌখিক পরীক্ষা

একজন বহিস্থ ও একজন অভ্যন্তরীণ (কলেজের) পরীক্ষক মৌখিক পরীক্ষা পরিচালনা করবেন। এতে দুই পরীক্ষকের মধ্যে আলোচনা ও মতৈক্যের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীদের নম্বর প্রদান করা হবে। যেক্ষেত্রে মতৈক্য সম্ভব হবেনা, সেক্ষেত্রে বহিস্থ পরীক্ষকই নম্বর প্রদান করবেন।

মৌখিক পরীক্ষার সময় যেসব বিষয় নজর দেয়া হবে

পরীক্ষকগণ মৌখিক পরীক্ষায় সাধারণত পরীক্ষার্থীরা নিজেরা পাঠ পরিকল্পনা, অ্যাসাইনমেন্ট ও গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করেছে কিনা, নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়েছে কিনা, কলেজ/বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রবর্তিত সকল নির্দেশ অনুসরণ করেছে কিনা, তত্ত্বীয় জ্ঞানের সাথে শ্রেণি শিক্ষক শিখনের সমন্বয় ঘটাতে পেরেছে কিনা, পাঠদান অনুশীলনের উভয় পর্যায়ে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাস্তব জীবনের শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগযোগ্য কিনা ইত্যাদি পরীক্ষা করবেন।

গ্রেডিং পদ্ধতি

একজন পরীক্ষার্থী বিএড পরীক্ষায় গড়ে ৬০% বা তদূর্ধ্ব নম্বর পেলে সে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হবে।
একজন পরীক্ষার্থী গড়ে ৪৫% বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬০%-এর কম নম্বর পেলে সে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হবে।
একজন পরীক্ষার্থী গড়ে ৪০% বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ৪৫%-এর কম নম্বর পেলে সে তৃতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

কলেজের ফি পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য

কোর্স ফি

- কোর্স ফি ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা। (১ বছরে)
- ভর্তিকালীন প্রদেয় ৩০০০/= তিন হাজার টাকা। (ভর্তি ফি অফেরতযোগ্য)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন ও ফরম ফিলাপ ফি প্রশিক্ষণার্থীকে আলাদা প্রদান করতে হবে।

ফি পরিশোধের নিয়ম

একজন প্রশিক্ষণার্থী অত্র কলেজে ভর্তির পর তার কোর্স ফি ১০,০০০/= (দশ হাজার) টাকা নিম্নোক্ত তিনটি কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবে।

১ম কিস্তি : ভর্তির কিছুদিন পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। এ সময়ে ১ম কিস্তির টাকা বাবদ ২৫০০+ রেজিস্ট্রেশন ফি (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত) পরিশোধ করতে হবে। কেউ ব্যর্থ হলে তার রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ থাকবে না।

২য় কিস্তি : ১ম সেমিস্টার পরীক্ষার সময় ২য় কিস্তি বাবদ ৩৭৫০ + পরীক্ষার ফি ৫০০/= সহ সর্বমোট ৪২৫০/= টাকা পরিশোধ করে এডমিড কার্ড সংগ্রহপূর্বক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় পরীক্ষা হলে প্রবেশের জন্য অধ্যক্ষের পূর্বানুমতি নিতে হবে।

৩য় কিস্তি : ২য় সেমিস্টার পরীক্ষার সময় অবশিষ্ট ৩৭৫০ টাকা + পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০০/= সহ সর্বমোট ৪২৫০/= টাকা পরিশোধ করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

মাসিক কিস্তি

যাদের এককালীন উপর্যুক্ত ৩টি কিস্তিতে টাকা পরিশোধে সমস্যা আছে তারা ইচ্ছা করলে মাসিক কিস্তিতে কোর্স ফি পরিশোধ করতে পারবেন। তারা প্রতি মাসের ১-১০ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত কোর্স ফি জমা দেবেন। ১০ তারিখ সরকারি ছুটি থাকলে ১১ তারিখ কোর্স ফি জমা দেয়া যাবে। ১০ তারিখের মধ্যে কোর্স ফি জমা না দিলে পরবর্তী সময়ের জন্য ৫০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। এ ব্যাপারে কলেজ অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেয়া হলো।

ফরম ফিলাপ ফি

ফরম ফিলাপের জন্য ধার্যকৃত ফি এককালীন সেপ্টেম্বর/অক্টোবরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

কেন্দ্র ফি

চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য প্রবেশপত্র সংগ্রহের সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত কেন্দ্র ফি প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

একনজরে বিএড প্রশিক্ষণার্থীদের কাজ

০১. একজন বিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণেচ্ছুক প্রার্থীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত অত্র কলেজ থেকে প্রথমত কলেজের ভর্তি ফরম সংগ্রহ করতে হবে।

০২. ফরম সংগ্রহের পর অন লাইনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে হবে। আইইসি থেকে অন লাইনের ফি পরিশোধ পূর্বক আবেদন করা যাবে।

০৩. কলেজ আবেদনপত্র পূরণ করে অন লাইনের আবেদন পত্রের প্রিন্ট কপি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ছবিসহ কলেজে জমা দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, কোনো কাগজপত্র সত্যায়িত করার প্রয়োজন নেই। কলেজের অধ্যক্ষ সত্যায়িত করবেন। তবে মূল কপি সাথে আনতে হবে। ভর্তি প্রক্রিয়ায় এটিই রেজি.-এর ১ম ধাপ।

০৪. অন লাইনের আবেদনপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেয়ার ২/৩ মাস পর রেজিস্ট্রেশনের জন্য কম্পিউটারাইজড ডেসক্রীপটিভশীটে প্রশিক্ষণার্থীর নামসহ অন্যান্য তথ্যের সংশোধনী পূর্বক দস্তখত করতে হবে। মনে রাখতে হবে এটি রেজি.-এর ২য় ধাপ।

০৫. রেজি. ৩য় ধাপ হচ্ছে দস্তখত করা ডেসক্রীপটিভশীট জমা দেয়ার ২/৩ মাস পরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মূল রেজি. কার্ড সরবরাহ করা হবে। সেই কার্ডে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর ছবি সংযোজন করে আবার দস্তখত করে রেজি. চূড়ান্ত করতে হবে। এই কার্ড পরীক্ষার পূর্বে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সরবরাহ করা হবে। যদি কোনো প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি বা অন্যকোনো সময় চাহিদামতো কাগজপত্র জমা না দেয় সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রেজি. কার্ড সরবরাহ করা হয় না।

০৬. ১-৫ নং কলামের কাজগুলো যদি কোনো প্রশিক্ষণার্থী সঠিকভাবে করতে পারে তবেই তার রেজি. সংক্রান্ত সকল কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। অনেকে মনে করেন শুধু ভর্তি হলেই তার কাজ শেষ, পরীক্ষার সময় এলেই চলবে। আসলে ব্যাপারটি এমন নয়। ধারাবাহিকভাবে কাজগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

০৭. নবীন বরণ ও শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। কোনো শিক্ষার্থী শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণ না করলে তার অভ্যন্তরীণ নম্বর কর্তন করা হয়।

০৮. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হওয়া। অত্র কলেজে যেহেতু দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞগণ ক্লাস নেন তাই কোনো ক্লাস যেন মিস না হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখা।

০৯. ক্লাসে যে শিক্ষক যে বিষয় পড়াবেন সেই শিক্ষক ঐ বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্ট প্রদান করবেন। অ্যাসাইনমেন্ট নির্ধারিত সময়ে স্বহস্তে লিখে জমা দেয়া। প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্টের আলাদা নম্বর রয়েছে, যা একজন প্রশিক্ষণার্থীকে অর্জন করতে হবে। শ্রেষ্ঠ অ্যাসাইনমেন্ট কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশ করা হয়।

১০. অত্র কলেজে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয়। ১ বছরে ২টি সেমিস্টার, তাই ১ম সেমিস্টার শেষে একটি সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষা ফাইনাল পরীক্ষার অংশ। তাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। এভাবে ২য় সেমিস্টার শেষে আরেকটি সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কোনো প্রশিক্ষণার্থী ২টি সেমিস্টার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

১১. দুই পর্যায়ে ৩ মাস পাঠদান অনুশীলনের জন্য ৯০টি পাঠটীকা লিখতে হবে। যা লেখার পর কলেজের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। অনুমোদিত পাঠটীকা দ্বারা স্কুলে পাঠদান করে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক দ্বারা সত্যায়িত করে চূড়ান্ত পরীক্ষার পর কলেজ অফিসে কো-অর্ডিনেটরের কাছে জমা দিতে হবে। মনে রাখবেন, ৯০টির কম পাঠটীকা জমা নেয়া হয় না।

১২. কর্মসহায়ক গবেষণা পত্রের জন্য একটি গবেষণা প্রতিবেদন ৩০-৪০ পৃষ্ঠার মধ্যে জমা দিতে হবে। এটিও সংশ্লিষ্ট শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য বিষয়গুলো ঠিক করে দেবেন এবং সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন। এর ভিত্তিতে গবেষণা প্রতিবেদনটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে। এ প্রতিবেদনটি জমা দেয়া ছাড়া মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যায় না।

১৩. ২য় সেমিস্টার পরীক্ষার পরে ফরম ফিলাপ করতে হবে। এ সময়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কাগজপত্র ও নির্ধারিত ফি পরিশোধ করতে হয়। কোনো প্রশিক্ষণার্থী ফরম ফিলাপ করতে ব্যর্থ হলে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে না।

১৪. চূড়ান্ত পরীক্ষার ২/৩ দিন পূর্বে কেন্দ্র ফি জমা দিয়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে। এ সময়ে সংক্ষিপ্ত দোয়া অনুষ্ঠিত হবে।

১৫. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক ও কলেজের আইডি কার্ডসহ চূড়ান্ত পরীক্ষার কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। আইডি কার্ড ছাড়া কোনো প্রশিক্ষণার্থী হলে প্রবেশ করতে পারবে না।

১৬. চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে সাধারণত মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তাই কলেজের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় জেনে নিতে হবে। কোনো প্রশিক্ষণার্থীকে ফোন করে পরীক্ষার তারিখ জানানো হবে না। এ সময়ে মৌখিক পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক ক্লাস হবে। প্রস্তুতিমূলক ক্লাসে উপস্থিত হওয়া বাধ্যতামূলক।

১৭. মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের করণীয় :

ক. ৯০টি পাঠটীকা জমা দেয়া;

খ. চূড়ান্ত পাঠটীকা সঙ্গে আনা; চূড়ান্ত পাঠটীকা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। কলেজে নমুনা পাঠটীকা পাওয়া যাবে।

গ. চূড়ান্ত পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সঙ্গে আনতে হবে। এসব বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিমূলক ক্লাসে নির্দেশনা দেয়া হবে।

১৮. মৌখিক পরীক্ষা শেষে চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য ২/৩ মাস অপেক্ষা করতে হবে। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে কলেজের নোটিসবোর্ডে পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া যাবে। অথবা ভিজিট করুন : www.nu.edu.bd কলেজ ওয়েব সাইটে ভিজিট করুন : www.iec.edu.bd

১৯. ফল প্রকাশের ১/২ মাস পরে কলেজে সার্টিফিকেট আসে। টেলিফোনে যোগাযোগের ভিত্তিতে নির্ধারিত ফি প্রদান করে কলেজ থেকে ১টি টেস্টিমনিয়াল, সার্টিফিকেট ও মার্কসশীট সংগ্রহ করতে হবে। সার্টিফিকেট পেতে দেরি হলে কলেজ থেকে টেস্টিমনিয়াল নেয়া যাবে।

২০. বিএড চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে যারা ১ম বিভাগসহ ভালো ফলাফল করবে তাদেরকে পরবর্তী বি.এড. কোর্সের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের সময় সংবর্ধনা প্রদান করা হবে। নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে কলেজ থেকে টেলিফোন করা হবে। তাই ইতোমধ্যে ফোন নম্বর পরিবর্তন হয়ে থাকলে কলেজ রেকর্ডে সংযোজন করে দিতে হবে।

২১. ভালো ফলাফল অর্জনকারীদের ছবিসহ তাদের কৃতীত্ব জাতীয় পত্রিকায় ও কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশের মাধ্যমে অভিনন্দিত করা হবে।

২২. ভালো ফলাফল অর্জনকারীদের জন্য অত্র কলেজে শিক্ষকতা করার অপার সুযোগসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য চেষ্টা করা হবে। বিভিন্ন সময় কলেজের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া হবে। মনে রাখবেন, কলেজ ঘোষিত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা তাঁরাই পাবেন যারা নিয়মিত ক্লাসসহ প্রশিক্ষণের সকল কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন।

নবীনবরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন নায়েমের সাবেক প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. শেখ আমজাদ হোসেন

দেয়ালিকা দেখছেন প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা বিধি

যে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা জাতি যত বেশি নিয়ম-শৃঙ্খলা পালনে নিষ্ঠাবান সে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা জাতি তত বেশি উন্নত। তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করার জন্য আইইসি তার জন্মলগ্ন থেকেই এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে আসছে। কেননা জাতিকে শিক্ষিত, নিষ্ঠাবান ও সুশৃঙ্খল মানবসম্পদ উপহার দিতে হলে নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণের কোন বিকল্প নেই। শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা বিধিসমূহ নিষ্ঠার সাথে পালনের জন্য অনুরোধ করা হলো :

ক. কলেজ ড্রেস

বিএড কোর্সে কলেজ ড্রেস-এর বাধ্যবাধকতা না থাকলেও শিক্ষার্থী বা প্রশিক্ষণার্থীসুলভ পোশাক পরিধানের জন্য অনুরোধ করা হলো। পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীকে সাদা গ্রুপের শার্ট, কালো গ্রুপের প্যান্ট ও সু পরতে এবং মহিলা প্রশিক্ষণার্থীকে সালোয়ার কামিজ/শাড়ির সাথে সাদা এ্যাপ্রোন পরতে উৎসাহিত করা হলো। সাথে সাথে পুরুষদের গেঞ্জি, ফতুয়া আর মহিলাদের জিন্সের প্যান্ট শার্টসহ অশালীন পোশাক পরে ক্লাসে আসতে নিরুৎসাহিত করা হলো। যারা কলেজ ড্রেস ফলো করবে তাদেরকে আলাদা মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা থাকবে।

খ. আইডেনটিটি কার্ড

অত্র কলেজে ভর্তিকৃত সকল ছাত্র/ছাত্রী ১০০/= (একশত) টাকা প্রদান করে অফিস থেকে আইডি কার্ড সংগ্রহ করতে পারবে। মনে রাখতে হবে কলেজের ক্লাসরুম, সেমিনার কক্ষ, লাইব্রেরি, পরীক্ষার হল, টিপি ও শিক্ষাসফরসহ সকল শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমে আইডি কার্ড অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। চূড়ান্ত পরীক্ষার সনদ, নম্বরপত্র ও প্রশংসাপত্র গ্রহণের সময় আইডি কার্ড দেখাতে হয়। তাই কার্ডটি সযত্নে সংরক্ষণ করা জরুরি।

উল্লেখ্য, আইডি কার্ড হারিয়ে গেলে বা কোনোভাবে নষ্ট হলে পুনরায় আইডি কার্ড সংগ্রহের জন্য কলেজ নির্ধারিত ফি দিয়ে অধ্যক্ষ বরাবর দরখাস্ত করতে হবে। দরখাস্ত বিবেচিত হলে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ডুপ্লিকেট আইডি কার্ড সরবরাহ করা হবে।

গ. ক্লাসে আবশ্যক উপস্থিতি

যেহেতু এই শিক্ষাক্রম তত্ত্বকে অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং অংশগ্রহণমূলক কোর্স-কাজের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয় সেহেতু প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিটি নির্ধারিত ক্লাসে উপস্থিত থাকা আবশ্যক।

প্রশিক্ষণার্থীরা দেরিতে উপস্থিত এবং অনুপস্থিতির বিষয় পরিহারে সর্বান্তকরণে চেষ্টা করবে। উপস্থিতির তালিকায় প্রশিক্ষণার্থীদের দেরিতে উপস্থিতি লিপিবদ্ধ থাকবে। অনিবার্য কারণে কেউ উপস্থিত হতে না পারলে এর পক্ষে প্রমাণপত্র (যেমন ডাক্তারী সনদ) দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের/কর্মকর্তার কাছে জমা দিতে হবে। প্রমাণপত্র গ্রহণযোগ্য হবে কিনা তা তিনি সিদ্ধান্ত দেবেন।

উপস্থিতি পত্রে প্রয়োজনীয় উপস্থিতির অভাবে একজন শিক্ষার্থী কোর্সে মূল্যযাচাইয়ের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

যেসব প্রশিক্ষণার্থী ক্লাস করতে পারবেন না বা করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাদেরকে অত্র কলেজের মাধ্যমে রেজি. না করতে পরামর্শ দেয়া হলো।

ঘ. আচার-আচরণ - কলেজে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে শোভনীয় আচরণ করবে।

ঙ. লাইব্রেরিতে অধ্যয়ন

অত্র কলেজ থেকে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ১ সেট টেক্সট বই স্পেশাল কার্ডের মাধ্যমে ১ বছরের জন্য প্রদান করা হয়। অন্যান্য রেফারেন্স বই কলেজ লাইব্রেরিতে অধ্যয়ন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে লাইব্রেরির নিয়ম-কানুন মেনে চলা আবশ্যক হবে।

চ. রেজিস্টার খাতায় এন্ট্রি প্রসঙ্গ

প্রশিক্ষণার্থীদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তারা যেন তাদের সাথে আগন্তুক/গেস্টদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্বার্থে কলেজ গেটে সংরক্ষিত রেজিস্টার খাতায় নিজের নাম-ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর এন্ট্রি করে কলেজে প্রবেশ করেন। বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে ঝামেলাপূর্ণ মনে হলেও শৃঙ্খলা বিবেচনায় সকলকে এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে অনুরোধ করা হলো।

ছ. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

প্রোক্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা কঠোরভাবে মেনে চলার পরামর্শ দেয়া হলো। কেননা এ কলেজ থেকে যাঁরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তাঁদের অনেকেই শিক্ষক, কেউবা শিক্ষকতা পেশায় প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাই শিক্ষকগণ যদি নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে না চলেন সে শিক্ষক তাঁর প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে বাধ্য করতে দ্বিধাবোধ করবেন এটাই স্বাভাবিক। তাই নিয়ম-শৃঙ্খলা নিজে মেনে চলুন এবং শিক্ষার্থীদেরকেও মেনে চলতে উৎসাহিত করুন। যেসব প্রশিক্ষণার্থী কলেজের নিয়ম-বিধি মেনে চলতে পারবে না তাঁর কর্মকাণ্ড শৃঙ্খলাবিরোধী বিবেচনায় এনে কলেজ কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থী ও তাঁর গার্ডিয়ানকে স্বেচ্ছায় কলেজ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার অনুরোধ রইলো।

প্রথম বিভাগ প্রত্যাশীদের জন্য...

বিএড প্রশিক্ষণ একটি প্রফেশনাল কোর্স। এ কোর্সের পড়াশোনা বেসিক একাডেমিক কোর্সের মতো নয়। এ কোর্সের পড়াশুনার ধরন বা স্ট্যান্ডার্ডও ভিন্নতর। বিএড কোর্সের পড়াশুনার পদ্ধতিও পাঠ্যক্রমের নম্বর বিন্যাসের ভিন্নতার কারণে এ কোর্স সফলভাবে সমাপনকারীদের প্রথম বিভাগ বা ভালো ফলাফল করা খুব বেশি কষ্টসাধ্য নয়। যদি কোনো প্রশিক্ষণার্থী ভর্তির পর থেকে সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হবো আমাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সে প্রশিক্ষণার্থী ঠিকই প্রথম বিভাগ নিয়ে বেরিয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, শুধু সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে থাকলে হবে না, সিদ্ধান্তের সাথে সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর দিকে নজর দিতে হবে গুরুত্বসহকারে। বিষয়গুলো হলো :

* যথাসময়ে ভর্তি হয়ে নবীনবরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা। উক্ত অনুষ্ঠান থেকে যেসব নির্দেশনা দেয়া হয় তা মনোযোগ সহকারে শোনা ও পালনে ব্রতী হওয়া।

* সিলেবাস, ক্লাসরুটিন ও বই সংগ্রহ করে ১ম দিন থেকেই ক্লাসে উপস্থিত হওয়া। প্রথম দিনের ক্লাস যেন কোনোভাবে মিস না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা।

* নিয়মিত ক্লাস করার সাথে সাথে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকগণ যেসব বিষয়ে যে নির্দেশনাগুলো দিবেন তা পালনে চেষ্টা করা।

* অ্যাসাইনমেন্ট, পাঠটীকা ও গবেষণা প্রতিবেদনসহ নানাবিধ কার্য যথাসময়ে সম্পাদন করে কলেজে জমা দেয়া।

* নিয়মিত কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা এবং ফলাফল উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা। যথাসময়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে ভালো ফলাফল আশা করা উচিত নয়।

* কলেজের অর্থ সংক্রান্ত বিষয়াদি যথাসময়ে পরিশোধ করা। অনেক সময় অনেক প্রশিক্ষণার্থী কলেজের পাওনাদি যথাসময়ে পরিশোধ না করতে পেরে পিছিয়ে পড়ে। এ বিষয়টিতে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।

* কলেজের শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সদাচরণ করা। আচরণিক ত্রুটিযুক্ত প্রশিক্ষণার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। বিএড প্রশিক্ষণের ফলে যেহেতু একজন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে আচরণিক কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটে তাই এ বিষয়টিতে গুরুত্ব দেয়া। কলেজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখা দিলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে লিখিতভাবে জানানো।

* সিলেবাসের শুরুর অংশগুলো বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পাঠ করা এবং বিগত সালের প্রশ্নাবলি সংগ্রহ করা।

* কলেজের সার্বিক নিয়ম-শৃঙ্খলা মান্য করা এবং ভালো কাজে সহযোগিতা করা। কলেজের বিভিন্ন প্রোগ্রামে নিয়মিত অংশগ্রহণ করা। বিশেষত নবীনবরণ ও শিক্ষাসফর। কোনো শিক্ষার্থী শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণ না করলে তার অভ্যন্তরীণ নম্বর কর্তনের বিধান রয়েছে।

* TP (Teaching Practice) বা পাঠদান অনুশীলনের জন্য সংশ্লিষ্ট স্কুলে নিয়মিত পাঠদান করা। TP-তে অংশগ্রহণ না করে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

* কলেজের ২টি সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার অংশগ্রহণ করা। পরীক্ষায় অনুপস্থিত থেকে ১ম বিভাগ প্রাপ্তির প্রত্যাশা করা যায় না।

* নিয়মিত কলেজের নোটিসবোর্ডে চোখ রাখা। কেননা নোটিসবোর্ডে কোর্স সম্পর্কিত জরুরি তথ্য দেয়া থাকে।

* একজন প্রশিক্ষণার্থীর শুধু ভালো পড়াশোনাই ভালো ফলাফলের জন্য যথেষ্ট নয়। পড়াশোনার সাথে সাথে কলেজ নির্দেশিত প্রত্যেকটি কাজকে সমভাবে গুরুত্ব দেয়া।

* কলেজের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা। কোনো কারণবশত কোনো ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে ঐ দিনের কাজগুলো নিজ দায়িত্বে জেনে নেয়া।

* কলেজ এবং কলেজের শিক্ষকদের পরিচিতি জানা। কোনো বিষয় বুঝতে সমস্যা দেখা দিলে শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করা।

প্রোক্ত বিষয়গুলাতে নজর দিলে একজন প্রশিক্ষণার্থী শুধু যে ১ম বিভাগ পেয়ে উত্তীর্ণ হবে তাই নয়, সাথে সাথে সে নিজেকে একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবেও প্রস্তুত করতে পারবে। যা তার পেশাগত জীবনে গুণগত পরিবর্তন আনতে সহায়ক হবে।

শব্দসংক্ষেপ
Abbreviations

AT	Associate Teacher : সহযোগী শিক্ষক
B.Ed.	Bachelor of Education : শিক্ষায় স্নাতক
CTPC	College Teaching Practice Co-ordinator : কলেজ পাঠদান অনুশীলন সমন্বয়কারী
DSHE	Directorate of Secondary and Higher Education : মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
FG	Fresh Graduate : শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতাবিহীন প্রশিক্ষণার্থী
HT	Head Teacher : প্রধান শিক্ষক
MOE	Ministry of Education : শিক্ষামন্ত্রণালয়
NCTB	National Curriculum and Textbook Board : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
NU	National University : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
PS Tutor	Professional Studies Tutor : যিনি একটি বিদ্যালয়ের সাথে টিটিসি-এর লিয়াজোঁ রক্ষা করেন
SESDP	Secondary Education Sector Development Project : মাধ্যমিক শিক্ষাখাত মানোন্নয়ন প্রকল্প
SMC	School Management Committee : বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটি
ST	Trainee with experience as an untrained Serving Teacher : প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণার্থী
STE	Secondary Teacher Education : মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষা
STPC	School Teaching Practice Co-ordinator : বিদ্যালয় পাঠদান অনুশীলন সমন্বয়কারী
STS	Secondary Teaching Study-formerly Elective Subject : মাধ্যমিক শিক্ষণ বিষয়-সাবেক নৈর্বাচনিক বিষয়
TEd	Teacher Educator : শিক্ষক প্রশিক্ষক
TP	Teaching Practice : পাঠদান অনুশীলন
TT	Teacher Trainee : শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থী
TTC	Teachers' Training College : শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ
RS	Reasearch Studies : প্রযুক্তি ও গবেষণা বিষয়াবলি
ES	Educational Studies : শিক্ষা বিষয়াবলি
PS	Profesonal Studies : পেশাগত বিষয়াবলি
TS	Teaching Studies : শিক্ষণ বিষয়াবলি
TQI-SEP	Teaching Quality Improvement in Secondary Education Project.

ব্যবহৃত শব্দের (Key Terms) ব্যাখ্যা

বিএডশিক্ষাক্রম : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিএডকোর্সের মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকরী নতুন শিক্ষাক্রম হিসাবে এ বিবরণী অক্টোবর ২০০৪ এ SESIP কর্তৃক প্রণীত। দুপর্যায়ের পাঠদান অনুশীলনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সংগঠন এবং গৃহীতব্য কার্যক্রমের তথ্যসমূহ এই বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত। TP ১০০ প্রথম পাঠদান অনুশীলন ও TP ২০০ দ্বিতীয় পাঠদান অনুশীলন নির্দেশ করে।

পাঠ পরিকল্পনা : পাঠপরিকল্পনা শ্রেণি শিক্ষক কার্যাবলীর একটি নির্দেশিকা। পরিকল্পনা শিক্ষককে একটি পাঠের উদ্দেশ্য নির্ণয়, উদ্দেশ্য অর্জনে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগকৃত কলাকৌশলের পর্যালোচনা, শিক্ষার্থীদের কর্মে নিয়োজিত রাখতে শ্রেণি-উপযোগী শিক্ষা উপকরণ নির্ণয় এবং শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি অর্জন ও মূল্যায়নে সমর্থ্য করে।

পরিকল্পনা : একটি কার্যক্রমকে সফল করতে প্রয়োজনীয় চিন্তন-প্রক্রিয়া হলো পরিকল্পনা। পাঠদান-অনুশীলন পরিকল্পনার সময় কাজের প্রকৃতি, সময়সূচি, প্রাপ্ত সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।

গুণগতমানের নিশ্চয়তা : গুণগতমানের নিশ্চয়তা এমন একটি প্রক্রিয়া যা নির্দিষ্টমান কতটুকু অর্জিত হচ্ছে তা নির্ধারণ করবে এবং কোন্ ক্ষেত্রে মান উন্নয়ন আবশ্যক তা চিহ্নিত করবে।

পর্যালোচনা : সমাপ্ত পাঠদান অনুশীলন আয়োজনের সফলতার মাত্রা চিহ্নিতকরণ এবং আরও কী উন্নয়ন প্রয়োজন, তার প্রক্রিয়াই হলো পর্যালোচনা।

পাঠদান অনুশীলন– ১ : পাঠদান অনুশীলন ১ প্রশিক্ষণার্থীদের পরস্পরের সাথে কাজের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক কীভাবে শ্রেণি পরিচালনা করেন তা পরিদর্শন ও তুলনা করা, পাঠ-পরিকল্পনা ও সীমিত শিক্ষণ দক্ষতার অনুশীলন ইত্যাদির পাশাপাশি তারা কীভাবে শিক্ষণ ও শিক্ষার্থীর শিখনে বিবেচ্য দিকসমূহ পরিচালনা করে তা জানার সুযোগ করে দেয়।

পাঠদান অনুশীলন–২ : পাঠদান অনুশীলন ২ প্রশিক্ষণার্থীদের পরস্পরের সাথে কাজের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণার্থী কীভাবে শ্রেণি পরিচালনা করে তা পরিদর্শন ও তুলনা করা, বিস্তৃত ও ধারাবাহিক পাঠ-পরিকল্পনা ও শিক্ষণ দক্ষতার ব্যাপক অনুশীলন ইত্যাদির পাশাপাশি তার কীভাবে শিক্ষণ ও শিক্ষার্থীর শিখনে বিবেচ্য জেন্ডার বিষয়ক দিকসমূহ পরিচালনা করে তা জানার সুযোগ করে দেয়।

কাজের একক : সংশ্লিষ্ট শিরোনামের উপর NCTB প্রণীত ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির বিষয় শিক্ষাক্রমের ৪/৬টি পাঠের ক্রম। উদাহরণ হিসেবে গ্যাস বা 'বাংলাদেশে স্বাধীনতার যুদ্ধ'-এর উপর একাধিক্রমে কয়েকটি পাঠের ধারাবাহিকতা।

প্রশিক্ষণার্থী : বিএড কোর্সে ভর্তিকৃত যে কোনো ব্যক্তি।

অ-শিক্ষক : শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাবিহীন বিএড প্রশিক্ষণার্থী।

প্রশিক্ষণ শিক্ষক : শিক্ষক শিক্ষায় প্রশিক্ষণবিহীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

শিখন ঘণ্টা : কলেজে অনুষ্ঠিত কোর্সের কার্যকাল, বিদ্যালয়ে পাঠদান অনুশীলন এবং নির্দেশিত সমাপ্তি ও পাঠের ভিত্তিতে আবশ্যক শিখন ঘণ্টা নির্ধারিত হবে।

সহযোগী দল : একই সময়ে বিএড কোর্স শুরু করা প্রশিক্ষণার্থী দল।

যেসব বিষয় পড়ানো হবে

আবশ্যিক বিষয় : ৭০০ নম্বর

১. পেশাগত বিষয়াবলি (Profesonal Studies-PS)
- ❖ আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতাসমূহ ১০০
- ❖ জেন্ডার স্টাডিজ ৫০

২. শিক্ষা বিষয়াবলি (Education Studies-ES)
- ❖ মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষাক্রম ও শিশুর ক্রমবিকাশ ১০০
- ❖ শিখন, মূল্যযাচাই ও প্রতিফলনমূলক অনুশীলন ১০০

৩. প্রযুক্তি ও গবেষণা বিষয়াবলী (Technology & Research Studies-RS)
- ❖ মৌলিক কম্পিউটার দক্ষতা ৫০
- ❖ কর্মসহায়ক গবেষণা ৫০

৪.পাঠদান অনুশীলন (Teaching Practice-TP)
- ❖ পাঠদান অনুশীলন-১ } ২০০
- ❖ পাঠদান অনুশীলন-২ }

৫. মৌখিক পরীক্ষা (Viva voce) ৫০

৬. শিক্ষণ বিষয়াবলি (Teaching Studies-TS)

নৈর্বাচনিক বিষয় : ৩০০ নম্বর

❖ ক- বিভাগ থেকে দু'টি বিষয় নির্বাচন করা যাবে। তবে ক বিভাগ থেকে ১টি বিষয় নির্বাচন করলে খ বিভাগ থেকে ১টি বিষয় নির্বাচন করতে হবে।

❖ প্রতিটি ১৫০ নম্বরের দুটি কোর্স।

ক বিভাগ	খ বিভাগ
১. বাংলা শিক্ষণ	১. সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ
২. ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ	২. ধর্ম শিক্ষা শিক্ষণ
৩. ইংরেজি শিক্ষণ	৩. কৃষি শিক্ষা শিক্ষণ
৪. গণিত শিক্ষণ	৪. গার্হস্থ্য অর্থনীতি শিক্ষণ
৫. বিজ্ঞান শিক্ষণ	৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

ঐচ্ছিক বিষয় : ১০০ নম্বর

১. চারু ও কারুকলা শিক্ষণ
২. স্বাস্থ্য, ক্রীড়া ও শারীরিক শিক্ষা শিক্ষণ
৩. সঙ্গীত শিক্ষণ
৪. বাণিজ্যিক ভূগোল শিক্ষণ
৫. গ্রন্থাগার বিজ্ঞান।

** ঐচ্ছিক বিষয়ে ৪০-এর উপরে প্রাপ্তনম্বর মোট নম্বরের সাথে যোগ হবে।*

বিএড কোর্সের বিষয় ও নম্বর বণ্টন

ক্রম.	বিষয়াবলি	কোড নং	শিক্ষণের বিষয়সমূহ	নম্বর বণ্টন	
১.	পেশাগত বিষয়াবলি (P.S=Professional Studies)	কোড নং	শিক্ষণের বিষয়সমূহ	কলেজের অভ্যন্তরীণ	জাবি (চূড়ান্ত পরীক্ষা)
		P.S- 100	১. আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতা ২. জেন্ডার স্টাডিজ	৫০ ২৫	৫০ ২৫
২.	শিক্ষা বিষয়াবলি (E.S=Education Studies)	P.S- 101	১. মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষাক্রম ও শিশুর ক্রমবিকাশ	৫০	৫০
		E.S- 101	২. শিখন মূল্যযাচাই ও প্রতিফলনমূলক অনুশীলন	৫০	৫০
৩.	প্রযুক্তি গবেষণা বিষয়াবলি (R.S=Research Studies)	R.S- 101	১. মৌলিক কম্পিউটার দক্ষতা	২৫	২৫
		R.S- 102	২. কর্ম সহায়ক গবেষণা	২৫	২৫
৪.	নৈর্বাচনিক বিষয় (Elective Subject)	পছন্দমতো	ক. প্রশিক্ষণার্থীর পছন্দের বিষয় খ. প্রশিক্ষণার্থীর পছন্দের বিষয়	৫০ ৫০	১০০ ১০০
৫.	পাঠদান অনুশীলন (T.P=Teaching Practice)	T.P- 100	ক. পাঠদান অনুশীলন ও মৌখিক খ. অভ্যন্তরীণ (মৌখিক ও অন্যান্য)	১৫০+৫০ ১০০	
৬.	অতিরিক্ত বিষয় (Aditional Subject)	পছন্দমতো	১০০ (৪০ নম্বরের বেশি প্রাপ্ত নম্বর মোট নম্বরের সাথে যোগ হবে)	মোট = ৬২৫	মোট = ৪২৫

সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম

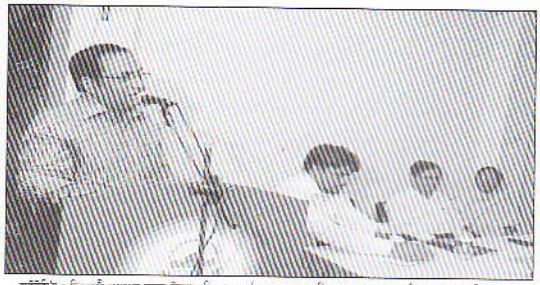

আইইসি'র ২ দিনব্যাপী পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তৃতা করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. আখতারুজ্জামান

আইইসি'র ২ দিনব্যাপী পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তৃতা করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ রফিকুজ্জামান

বি.এড কোর্সের ক্লাস নিচ্ছেন ঢাবি'র অধ্যাপক ড. মো. আবদুল আউয়াল খান

আইইসি'র শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন উপলক্ষে আগত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব নুরুন নাহার হেনাকে ফুলেল শুভেচ্ছা

আইইসি'র বি. এড কোর্সের মডেল টিচিং ক্লাস নিচ্ছেন নায়েমের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) প্রফেসর ড. শেখ আমজাদ হোসেন

আইইসি'র দিনব্যাপী বি. এড. প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রোগ্রামে আগত বিআইডিএস -এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমদকে ফুলেল শুভেচ্ছা

আইইসি'র বি. এড. প্রশিক্ষণ কোর্সের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে আগত নায়েম-এর মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে আইইসি'র শিক্ষকবৃন্দ

আইইসি'র বি. এড. প্রশিক্ষণ কোর্সের ২০১৩ সালের শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণার্থীর পুরস্কার গ্রহণ করছে ইব্‌তেসাম জামান

আইইসি'র বার্ষিক শিক্ষা সফরে বি. এড. প্রশিক্ষণার্থীদের একাংশ

আত্র কলেজে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে TQI-2 প্রকল্পের ই-লার্নিং উপকরণ প্রণয়ন বিষয়ক ৩ দিনব্যাপী কর্মশালার চিত্র

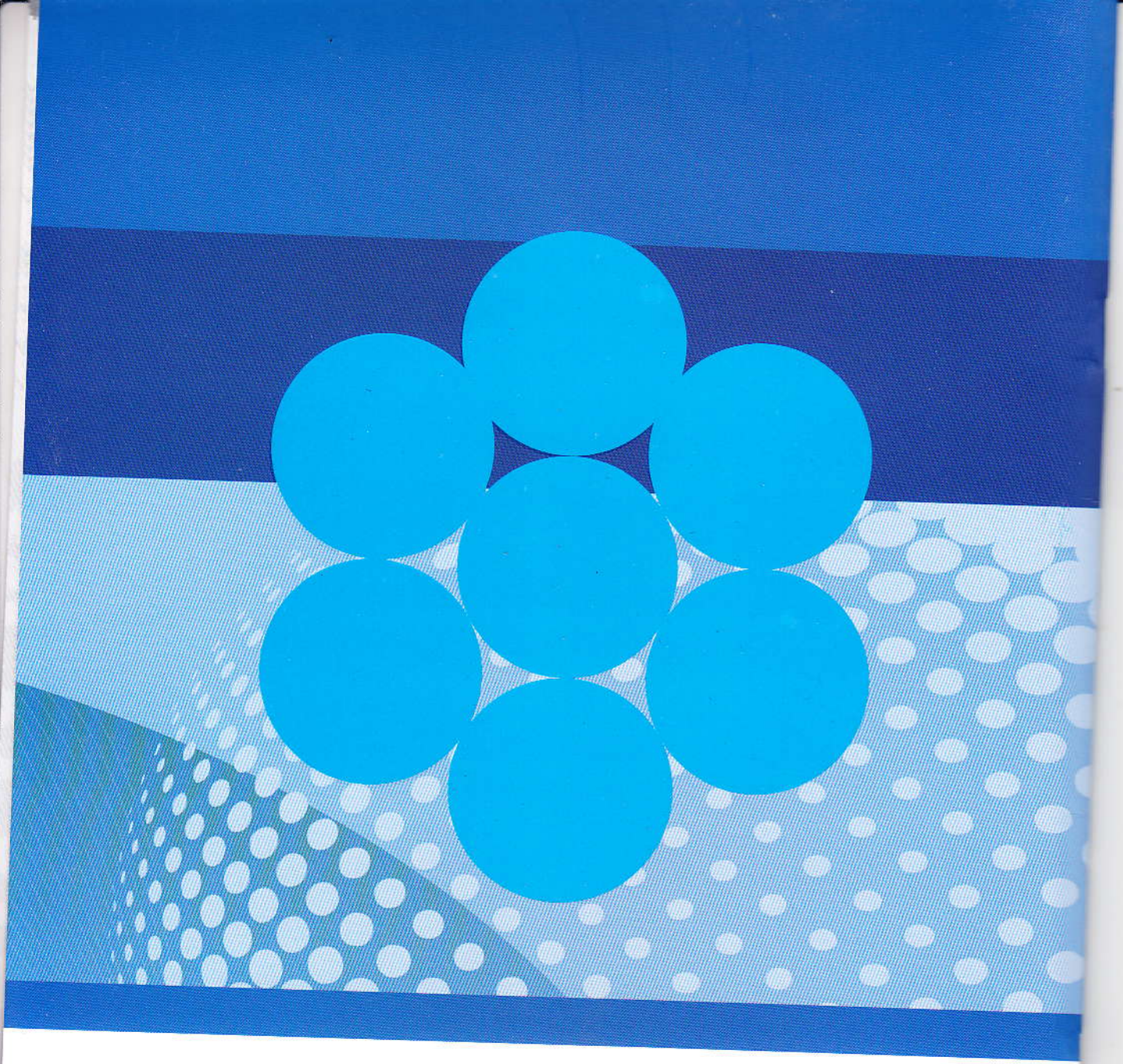

Information Available

International Education College-IEC
Campus : House # 39/A, Road # 8, Dhanmondi, Dhaka-1205
Tel : 9118404, 9111593, 01711289754, 01678627802
www.iec.edu.bd, e-mail : iecnu06@yahoo.com